বিস্ময়কর প্রতিভা, মোটিভেশনাল লেকচারার, নান্না প্রফেসর খ্যাত
হামমাদ সাফির সাক্ষাৎকারমূলক জীবনকাহিনি

বিস্ময়বালক

নাজমুল ইসলাম কাসিমী

কালান্তর প্রকাশনী

প্রবেশিকা

ভূমিকা ১৩

কেন এই আয়োজন ১৫

সম্পূরক ভূমিকা ১৯

দ্য সিক্রেট অব সাকসেস ২১

একনজরে হামমাদ সাফি ৩৯

আন্তর্জাতিক গণমাধ্যমে হামমাদ সাফি ৪২

বাংলাদেশের গণমাধ্যমে হামমাদ সাফি ৪৬

সাক্ষাৎকার ৫৫

হামমাদ সাফির লেকচার ৮৩

আল্লামা ইকবাল : কবিতা ও দর্শন ৯৪

Hammad Safi's Biography ১১৮

Hammad Safi's lifestyle ১২২

সন্তানদের প্রতি আলি রা.-এর উপদেশ ১২৪

উপসংহার ১২৮

কেন এই আয়োজন

আমি তখন ভারতের দারুল উলুম দেওবন্দে অধ্যয়নরত। দেওবন্দে শিক্ষার পাশাপাশি দীক্ষার ব্যাপারটাও গুরুত্বের সাথে তদারক করা হয়। ক্লাস ফাঁকি দেওয়ার কোনো সুযোগ নেই। অবশ্য থাকলেও কেউ নিত বলে মনে হয় না। কথাটি বলবার কারণ, ছাত্রদের জন্য মোবাইল ফোন ব্যবহার করার কোনো অনুমতি ছিল না। সঙ্গতকারণেই ইন্টারনেট ঘাটাঘাটি করাটাও ছিল কষ্টসাধ্য ব্যাপার। যেহেতু লেখালেখির একটা ভূত ঘাড়ে আছে, সে কারণে রাতে ঘুমোতে যাওয়ার আগে একটু আধটু লিখতাম। তখন কিছুক্ষণ ফেসবুকে, ইউটিউবে ঘোরাঘুরি করতাম।

হামমাদ সাফি তখনও বেশি পরিচিত নয়। এক রাতে ঘুমোতে যাব; এমন সময়ে ইউটিউবে ঢুঁ মারতেই সামনে আসলো একটি লেকচার। ক্লিক করে শুনতে লাগলাম। বেশ ভালো লাগল। মুগ্ধতা ছড়িয়ে গেল। ভালোলাগারচে আশ্চর্যটা আমি বেশ হচ্ছিলাম তখন। ছোট্ট একটা ছেলে; এত এত মানুষের সামনে বুক চিতিয়ে এভাবে নির্ভয়ে কথা বলছে কীভাবে। যাইহোক, যেহেতু ভালো লাগল তাই ভিডিওর ডিস্ক্রিপশন থেকে তার ফেসবুক পেইজের লিংক সংগ্রহ করলাম।

তারপর... গেলাম ফেসবুকে। এ তো আরও অবাক হওয়ার বিষয়; ছোট্ট ছেলে; কিন্তু সে-ই কিনা প্রতিনিয়ত পাকিস্তানের প্রতিটা অলিগলিতে মোটিভেশনাল লেকচার দিয়ে বেড়াচ্ছে। জানতে চেষ্টা করলাম তাকে আরও বিস্তারিত। জানলাম—ক্লাস সেভেনে পড়ে হামমাদ সাফি। কিন্তু এখনই সে ছয়টি ইউনিভার্সিটির প্রফেসর। বেশ কয়েকটা বিষয়ে ডিপ্লোমাও করে নিয়েছে। ফেসবুক পেইজের সুবাদে আরও কয়েকটা লেকচার শোনলাম তার।

ফেসবুক পেইজে লাইক দিয়ে রেখে দিলাম। এখন থেকে আমিও তার নিয়মিত অনলাইনের শ্রোতা। দিন যাচ্ছে। হামমাদ সাফিও খুব দ্রুত সকলের মন কেড়ে নিচ্ছে। পাকিস্তানের প্রায় সবকটি ইউনিভার্সিটিতে সে লেকচার দিচ্ছে। সবার মুখে মুখে শুধু হামমাদ সাফি। হামমাদ সাফি যেদিকে যাচ্ছে মানুষের ঢল নামছে। পাকিস্তানে অবস্থিত বিভিন্ন দেশের রাষ্টদূতরা তার সাথে মিট করছেন।

আসলো। ওপার থেকে তার স্যারের কণ্ঠ। স্যার আকবর খিলজি। যাঁদের হাত ধরে তার বেড়ে ওঠা। প্রায় ঘণ্টাখানেক কথা হলো। তিনি বললেন, 'হামমাদ সাফির জীবনকাহিনি বেশ লম্বা; একফোনে বা এক বৈঠকে তা বলা সম্ভব নয়।' ইউটিউবে বিভিন্ন চ্যানেলের ইন্টারভিউ থেকে জেনে নেওয়ার অনুরোধ করলেন তিনি।

আমার কৌতূহলটা শেষ হলো না। ভাবলাম, এটার উপর একটা পাণ্ডুলিপি করে ফেলি। আমার মতো হাজারও তরুণ হয়তো তার সম্পর্কে জানতে চায়। তা ছাড়া আমার একটি বিশেষ উদ্দেশ্য ছিল—আমাদের দেশের শিশুকিশোররাও যদি তার বেড়ে ওঠার গল্পটা জানে; তারাও অনেক ইন্সপায়ার হবে। প্রাথমিকভাবে তার সাক্ষাৎকার নেওয়ার জন্য কিছু প্রশ্নও রেডি করলাম।

তাকে নিয়ে বই করব—যখন ফেসবুকে এই ঘোষণাটা দিলাম, একে একে প্রচুর কল এবং টেক্সট আসল। প্রায় সবাই-ই তাকে নিয়ে বই করার জন্য জোর তাগিদ দিলেন আমাকে। তাকে জানতে অনেকেই আগ্রহী; কিন্তু পাকিস্তান আর বাংলাদেশ! সে হিসাব করতে যেয়ে আমি পিছু হটলাম কয়েকবার।

পাকিস্তানের একটা ছেলেকে প্রমোট করব! কয়েকজন কাছের বন্ধু রসিকতা করে বলছিল—আরে! তুমি তো রাজাকার। পাকিস্তানের ছেলেকে নিয়ে বই করছ! রীতিমতো ভাবনার বিষয় হয়ে দাঁড়ালো।

কিছুক্ষণ ভাবতেই উত্তরটি আমি ঠিকই পেয়ে গেলাম। সে পাকিস্তানের নাকি ভারতের, সৌদিআরবের নাকি উগান্ডার, সেটা দিয়ে আমি কী করব? আমার আলোচনার বিষয় তো হচ্ছে ব্যক্তি হামমাদ সাফি। সুতরাং তার জন্মভূমি পাকিস্তান তার জন্মের ৩৫ বছর আগে আমার দেশের সাথে কী করেছে, সেই দায় তো তার উপর চাঁপেও না। সবচে বড়কথা হলো হামমাদ সাফি এই সময়ের একজন প্রতিশ্রুতিশীল স্কলার। সম্ভবত বর্তমান বিশ্বের সবচে কম বয়সী স্বীকৃত বিস্ময়। সুতরাং তাকে প্রমোট করা মানে তার প্রতিভাকে প্রমোট করা। তাকে দেখে যদি বাংলাদেশের একটি ছেলেও অনুপ্রাণিত হয়—তাতে ক্ষতি কী।

অনেক ঝক্কিঝামেলা পর কাঙ্ক্ষিত বইটি এখন আপনার হাতে। বই করতে যেয়ে অনেক পেরেশানি করতে হয়েছে আমাকে। এক তো দু-দেশের একটা ব্যাপার। যোগাযোগমাধ্যম ছিল কেবল ইমো/হোয়াটসআপ। সাক্ষাৎকার নিতে যেয়ে লম্বা একটা সময় ব্যয় করতে হয়েছে আমাকে। আজ না, কাল; তার প্রতিদিন প্রোগ্রাম। সঙ্গে তার স্যারদেরও তাকে ঘিরে অনেক ব্যস্ততা। আজ দেবো, কাল দেবো; আজ একটা প্রশ্নের উত্তর দিলে আরও দুদিন তাকে পাওয়াই যাচ্ছে না—এসব করতে করতে প্রায় ছয়মাস চলে যায় আমার। তারপরও অনেক কিছু জানার চেষ্টা করেছি তার থেকে। যার পরিপূর্ণ প্রয়াস আজ আপনাদের হাতে।

বইটি সুখপাঠ্য করতে না পারলেও চেষ্টায় কোনো কমতি ছিল না আমার। আমি কৃতজ্ঞতা আদায় করছি তাদের; যারা বইটি লেখার ফাঁকে ফাঁকে আমাকে অনুপ্রেরণা দিয়ে ঋণী করেছেন। পরামর্শ দিয়ে ধন্য করেছেন।

বিশেষভাবে কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি আমার লেখালেখির অন্যতম অভিভাবক, কথাসাহিত্যিক শ্রদ্ধেয় রশীদ জামীল, সম্পাদক ও প্রকাশক আবুল কালাম আজাদ, শ্রদ্ধেয় মাহবুবুর রহমান তালুকদার; যাঁদের ঋণ চাইলেও কখনও আমার পক্ষে শোধ করা সম্ভব নয়। এ ছাড়া আরও অনেকে সহযোগিতা করেছেন, পরামর্শ দিয়েছেন; সবার কৃতজ্ঞতা আদায় করছি। আল্লাহ সকলকেই কবুল করুন।

বরাবরের ন্যায় *কালান্তর প্রকাশনীর* কাছে আমি কৃতজ্ঞ; যাদের ভালোবাসায় কিছু ভালো কাজ করার তাড়না প্রতিনিয়ত অনুভব করছি। কালান্তর কালান্তর হোক—সেই কামনা সবসময়।

সুহৃদ পাঠক, আপনাদের সচেতন পাঠে চোখে পড়া ভুলত্রুটি-অসঙ্গতিগুলো আশা করব অবগত করবেন; শুকরিয়া জ্ঞাপনপূর্বক পরবর্তী সংস্করণে তা শোধরে নেব। সেই কামনায়...

নাজমুল ইসলাম কাসিমী
nazmulislamqasimi@gmail.com

সম্পূরক ভূমিকা

বিস্ময়বালক নিয়ে কাজ করার শুরুতে কথাসাহিত্যিক শ্রদ্ধেয় রশীদ জামীল সাহেবকে বলে রেখেছিলাম বইটি তাঁকে একবার দেখে দিতে হবে। পাণ্ডুলিপি মোটামুটি গুছিয়ে আনার পর ফাইনাল করে ফাইলটি তাঁকে পাঠানোর আগে ভাবলাম তিনির একটি লেখা যুক্ত থাকলে বইটি আরও পূর্ণতা পাবে। জানতাম এই সময়ে তাঁর কাছ থেকে লেখা আদায় করা মোটামুটি যুদ্ধজয়ের মতো একটা ব্যাপার। তিনি আমাকে নিরাশ করলেন না। আমার ভাবনার চেয়েও বেশি পেলাম তাঁর কাছ থেকে।

বইটি একবার দেখে দেওয়ার ব্যাপারটি নিয়ে তখন আর কোনো কথা বললাম না। ভাবলাম আগে লেখাটা আদায় করে নিই। তারপর আবার চেপে ধরা যাবে, এবং তা-ই করলাম। লেখাটি হাতে আসার পর বুঝলাম এমন একটি লেখা ছাড়া আমার বইটি অপূর্ণাঙ্গই থেকে যেত। কৃতজ্ঞতা বড়ভাইয়ের প্রতি।

লেখা আদায় করার পর তাঁকে কিছু বলার সুযোগ না দিয়েই পুরো পাণ্ডুলিপি তাঁর কাছে পাঠিয়ে দিলাম। এক সপ্তাহ পর পাণ্ডুলিপিটি তাঁর হাতের পরশসহ ফিরে পেলাম। আমি অভিভূত! বেশ কিছু কথাকে আরও সাজিয়ে-গুছিয়ে দিয়েছেন। প্রতিটি অধ্যায়ের শুরুতে ছোট্ট করে ভূমিকা মতন কিছু কথাও লিখে দিয়েছেন। কৃতজ্ঞতা জানানোর ভাষা নেই আমার।

বিস্ময়বালকের শুরুতেই নিয়ে আসছি হামমাদ সাফি এবং সাকসেস নিয়ে রশীদ জামীল সাহেবের আর্টিকেলটি।

নাজমুল ইসলাম কাসিমী

দ্যা সিক্রেট অব সাকসেস

রশীদ জামীল

একটা কিছু স্বপ্নের পেছনে ছুটে চলেছেন আপনি। আপনি আপনার স্বপ্নটিকে ছুঁয়ে দেখতে চান। এখানে স্বপ্ন মানে ড. এপিজে আবদুল কালামের সংজ্ঞায়িত স্বপ্ন মিন করা হচ্ছে। 'Dream is not that which you see while sleeping, it is something that does not let you sleep.' *স্বপ্ন সেটা নয় যা আপনি ঘুমিয়ে দেখেন। স্বপ্ন হলো সেটা, যা আপনাকে ঘুমোতে দেয় না।*

আপনি ছুটেছেন আপনার স্বপ্নের হাত ধরে, সাফল্যের সন্ধানে। আপনি বিশ্বাস করেন স্বপ্নের শেষপ্রান্তে থাকে সাফল্য। সাফল্য এমনি এমনি চলে আসে না। নিয়ে আসতে হয়। থাকতে দিতে হয়। সেভাবেই আগাচ্ছেন আপনি। ভালো কথা, সাফল্য কাকে বলে—অথবা সফলতার কনসেপ্ট কি আপনার কাছে ক্লিয়ার?

যদি প্রশ্ন করি, সাফল্যের মূলমন্ত্রটা কী? তাহলে আপনি বলবেন হার্ডওয়ার্ক বা কঠোর পরিশ্রম। নাইন্টি পারসেন্ট মানুষই একই জবাব দেবে। বলবে, জীবনে বড় হওয়ার জন্য কঠোর পরিশ্রম দরকার। পরিশ্রম করলেই সাফল্য আসে। আমাদের বাংলা ভাষাবিদরা তো পরিশ্রমকে মাই-বাপ বানিয়ে বাগধারা পর্যন্ত তৈরি করে রেখেছেন, 'পরিশ্রম সৌভাগ্যের প্রসূতি।'

আসলেই কি তাই?

সৌভাগ্যের জন্য কি পরিশ্রমই মূলকথা?

পরিশ্রম করলেই সফল হওয়া যায়? সাফল্য চলে আসে?